রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

ঈমান ও ইনসান

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

সোজলার পাবলিকেশন

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত	From The Risale-i Nur Collection
ঈমান ও ইনসান	**Iman o Insan**
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী	**Bediuzzaman Said Nursi**
অনুবাদক-মণ্ডলী	**Translated By**
একাডেমি গ্রুপ	Academy Group
প্রকাশকাল	**Published**
মার্চ ২০২৩ খ্রীস্টাব্দ	January 2023
প্রকাশক	**Publisher**
সোজলার পাবলিকেশন	**Sozler Publication**
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড	Northbrook Hall Road
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০	Bangla bazar, Dhaka-1100
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪	**Mobile : 01767822064**

ISBN : 978-984-96868-5-9

মূল্য : ১৩০.০০	**Price : 130.00**
(একশত ত্রিশ) টাকা মাত্র	(One Hundred Thirty) Tk Only

sozlerpublicationbd@gmail.com

www.fb.com/sozlerpublication

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি | Wafi Life

সূচিপত্র

বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসী
সম্পর্কে অভিমত ——— ৪

বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসী
ও রিসালা-ই নূর ——— ৬

তেইশতম কালিমা :
প্রথম মাবহাস ——— ১১

তেইশতম কালিমা :
দ্বিতীয় মাবহাস ——— ২৬

বিশতম মাকতুব :
তাওহীদের সুসংবাদ ——— ৫০

বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসী ও রিসালা-ই নূর সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ তায়ালার অভিমত

১৯২৩ সালে তুরস্কে উসমানি খেলাফত বিলুপ্ত করে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী দীনইসলামবিরোধী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন; যার ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় একসময় তুরস্কে আরবিতে আজান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরবি ভাষায় ধর্মীয় বই-পুস্তক প্রকাশ এবং শিক্ষার প্রতিও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। জনসাধারণকে টুপির স্থানে ইংলিশ হ্যাট পরিধান করতে আইন প্রণয়ন করে জোরজবরদস্তি করে বাধ্য করা হয়। মোটকথা, এসব ধর্ম বিবর্জিত হিংস্র কার্যকলাপ আর কোনো ইসলামি জনপদে দৃশ্যমান হয়নি। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে পর্যায়ক্রমে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু তুরস্কের শাসনব্যবস্থায় দীনইসলাম বিরুদ্ধ মনোভাব জেঁকে বসে এবং দেশের ধর্মীয় আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দীর্ঘদিন প্রলম্বিত হয়। বর্তমানে আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানিতে এই ভয়ংকর অবস্থার আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দেশের ধর্মীয় এ অমানিশার ঘনঘোর অবস্থায়ও তুরস্কের ওলামায়ে কেরাম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এ ধারার কার্যক্রমে কয়েকটি দল অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রথমত ওইসব ওলামেয়ে কেরাম, যারা দৃশ্যপটের আড়ালে থেকে ইসলামি শিক্ষার সংরক্ষণের জন্য জীবনবাজি রেখে কাজ করতে থাকেন।

দ্বিতীয়ত আল্লামা বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী রহ.-এর অরাজনৈতিক ঈমানি আন্দোলন। তিনি তাঁর রচিত রিসালায়ে নূর-এর দাওয়াত ও তাবলিগ এবং ইসলাহি লিখনীর মাধ্যমে অলৌকিকভাবে নওজোয়ানদের মধ্যে ইসলামি জীবনের নবধারা সৃষ্টি করেছিলেন। তার প্রভাব সমাজের প্রত্যেক স্তরের জনসাধারণের মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এ ছাড়া দাওয়াত ও তাবলিগের প্রভাবও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে এই তিন দলের ইসলাম প্রচার ও প্রসারের প্রভাব বেড়েই চলেছে।

আল্লামা তাকি উসমানি
'দুনিয়া মেরি আগে' রচিত কিতাব থেকে সংগৃহীত

তেইশতম কালিমা

এই কালিমায় দুটি মাবহাস রয়েছে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ۞

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ

প্রথম মাবহাস

ঈমানের হাজারো সৌন্দর্যের মধ্য থেকে কিছু সৌন্দর্য শুধু পাঁচটি পয়েন্টে তুলে ধরছি।

প্রথম পয়েন্ট

মানুষ ঈমানের নূরের দ্বারা সর্বোচ্চ মর্যাদায় আলায়ে ইল্লিনে আরোহণ করে জান্নাতের উপযোগী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে কুফুরির অন্ধকারের দ্বারা সর্বোনিকৃষ্ট অবস্থায় আসফালায়ে সাফেলিনে পতিত হয়। জাহান্নামের উপযোগী হয়। কারণ, ঈমান মানুষকে সানেয়ে জুল-জালাল তথা মহামহিম স্রষ্টার সাথে সংযোগ তৈরি করে দেয়। ঈমান হচ্ছে একটি সংযোগ। তাহলে ঈমানের নূরের দ্বারাই মানুষের মাঝে আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের প্রকাশ পায় এবং আল্লাহর নামের নকশা বিকশিত হয়। আর সেই অনুযায়ী মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয়। তবে কুফর আল্লাহর সাথে মানুষের সংযোগ ছিন্ন করে দেয়। ফলে রাব্বানি সৃষ্টি-নৈপুণ্য ঢাকা পড়ে যায়। তখন মানুষের মূল্য শুধু বস্তু হিসেবে নির্ধারিত হয়। আর বস্তু যেহেতু ক্ষণস্থায়ী, ক্ষয়িষ্ণু ও সাময়িক, তাই জন্তু-জানোয়ারের জীবনের মতো তার মূল্য শূন্যের কোটায় নেমে আসে। এই রহস্যকে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণনা করব।

উদাহরণ

মানুষের বানানো শিল্পকর্মের একেকটির মূল্য একেক রকম। কখনো সমান কখনো বেশি মূল্যবান। আবার কখনো পাঁচ পয়সার লোহায় পাঁচ টাকার শিল্প থাকে। কখনো কখনো একটি প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পকর্মের মূল্য কোটি টাকা হলেও এর উপাদানের মূল্য পাঁচ পয়সাও হয় না।

এমনি এক প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পকে যদি প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসের বাজারে নিয়ে এর নিখুঁত শিল্পকে প্রদর্শন করে দক্ষ কোনো শিল্পির সাথে সংযোগ করে দিয়ে শিল্পিকে স্মরণ করানো যায়, তাহলে তা কোটি টাকায় বিক্রি হবে। তবে সেটাকে যদি কামারের কাছে নেওয়া হয়, তাহলে তা লোহার মূল্যে পাঁচ পয়সায় বিক্রি হবে।

ঠিক তেমনিভাবে মানুষও আল্লাহ তায়ালার এক প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পকর্ম আল্লাহ তায়ালার অলৌকিক ক্ষমতার এবং সূক্ষ্ম ও অমায়িক এক প্রকাশমাত্র। মানুষকে সকল আসমাউল হুসনা তথা সুন্দরতম নামের প্রতিফলনের আধার হিসেবে, আসমাউল হুসনার নকশার ধারক হিসেবে এবং সৃষ্টিজগতের ছোট একটি নমুনা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

যদি ঈমানের নুর মানুষের মাঝে প্রবেশ করে, তাহলে তার ওপর প্রতিফলিত সকল অর্থবহ নকশা সেই আলোতে পড়া যায়। সচেতনতার সাথে মুমিন তা পড়ে এবং ওই ঈমানের সংযোগের দ্বারা পড়িয়ে নেয়। অর্থাৎ 'আমি সানেয়ে জুল-জালালের শিল্প ও সৃষ্টি। তাঁর দয়া ও রহমতের বেষ্টনীতে আমি বেষ্টিত।' এ কথা বলার মধ্য দিয়ে মানুষের মাঝে বিদ্যমান রাব্বানি শিল্পকর্ম প্রকাশিত হয়। তাহলে শিল্পীর সাথে সংযোগ স্থাপন করে ঈমান। অর্থাৎ ঈমান মানুষের ভেতরের সকল শিল্পকর্মকে ফুটিয়ে তোলে। মানুষের মূল্য আল্লাহর ওই শিল্পকর্ম এবং অমুখাপেক্ষী আয়না অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। অতএব, গুরুত্বহীন এই মানুষ সেই মাপকাঠি অনুযায়ী সৃষ্টির সেরা হিসেবে আল্লাহ তায়ালার সম্বোধনের শ্রোতা এবং জান্নাতের উপযোগী রাব্বানি এক মেহমান।

আর যদি সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী কুফর মানুষের মাঝে প্রবেশ করে, তাহলে আল্লাহর অর্থবহ সকল নামের নকশা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে। পড়া যাবে না। কারণ, শিল্পীকে ভুলে গেলে শিল্পীর সাথে সংশ্লিষ্ট আধ্যাত্মিক দিকগুলো বোঝা যায় না। সবকিছু মূল্যহীন ও অর্থহীন হয়ে যায়। ওই অর্থবহ সুউচ্চ শিল্প ও আধ্যাত্মিক সুউচ্চ নকশার অধিকাংশই ঢাকা পড়ে যায়। বাকি যা দেখা যায়- সেগুলো নিম্ন কিছু কারণ, প্রকৃতি ও দুর্ঘটনার সাথে সংযুক্ত হয়ে মূল্যহীন হয়ে যায়। প্রত্যেকটি অত্যুজ্জ্বল হিরা থেকে অনুজ্জ্বল কাচে পরিণত হয়। তখন এখানে শুধু বস্তুগত মূল্যই বিবেচ্য থাকে। বস্তুর উদ্দেশ্য এবং ফলাফল হচ্ছে প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে অক্ষম এবং মুখাপেক্ষী ও দুঃখ-কষ্টে বেষ্টিত থেকে শুধু আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী এক জীবন অতিবাহিত করবে। তারপর পচে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এভাবেই কুফর মানুষের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে। তাকে হিরা থেকে কয়লায় পরিণত করে।

দ্বিতীয় পয়েন্ট

ঈমান হচ্ছে নুর- যা মানুষকে আলোকিত করে। ওই নুর মানুষের ওপর লিখিত মাকতুবাতে সামাদানিয়াহকে পড়াচ্ছে। ঠিক তেমনিভাবে সৃষ্টিজগৎকেও আলোকিত করছে। অতীত ও ভবিষ্যৎকালকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করছে।

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

এই আয়াতে কারিমার তাৎপর্য প্রকাশ করে- এমন একটি ঘটনা আমি কাল্পনিকভাবে দেখতে পেলাম। নিম্নে তা বর্ণনা করছি। তা হলো-

দুটি উঁচু পাহাড় মুখোমুখি অবস্থানে আছে। দুই পাহাড়ের মাঝে একটি সেতু রয়েছে। সেতুর নিচ দিয়ে গভীর একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। আমি ওই সেতুর ওপর ছিলাম। পৃথিবীর চারদিক অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে। আমি ডানে তাকালাম। সীমাহীন আঁধারের মাঝে বিশাল এক কবরস্থান দেখতে পেলাম। অর্থাৎ কল্পনা করলাম। তারপর বাঁ দিকে তাকালাম। দেখলাম, ভয়ংকর অন্ধকারের ঢেউয়ের মাঝে বিশাল ঝড়-ঝঞ্ঝা ও মুসিবত ধেয়ে আসছে। সেতুর নিচে তাকালাম। গভীর এক গুহা দেখতে পেলাম।

এই ভয়ংকর অন্ধকারে আমার নিকট নিভু নিভু আলোর একটি টর্চ লাইট ছিল। আমি তা জ্বালালাম। অল্প আলোয় চারিদিকের অবস্থা দেখলাম। খুবই ভয়ংকর। সেতুর সামনে ও চারপাশে কুমির, সিংহ ও ভয়ংকর সব হিংস্র প্রাণী দেখতে পেলাম। মনে মনে বললাম- 'আমার যদি এই টর্চলাইটটি না থাকত, আর এই ভয়ংকর দৃশ্য না দেখতাম।' যেদিকেই আলো ফেলি, একই অবস্থা দেখতে পাই। বললাম, হায়! এই লাইটটি তো আমার জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাগ করে লাইটটি ছুঁড়ে মারলাম। সাথে সাথে ভেঙে গেল। তখন মনে হলো যেন, দুনিয়াকে আলোদানকারী বিরাট এক বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ হাতে পেয়েছি। সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দূর হয়ে গেল। চারিদিক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। সবকিছুর বাস্তবতা সুস্পষ্ট দেখা গেল।

লক্ষ করলাম, আমার দেখা ওই সেতু হলো সুশৃঙ্খল এক জায়গায় সমতল ভূমিতে অবস্থিত এক মহাসড়ক। ডানদিকে দেখা বিশাল কবরস্থানের শেষ পর্যন্ত সবুজের সমারোহে আবৃত বাগানে নুরানী মানুষদের পরিচালনায় ইবাদত, খেদমত, সোহবত ও জিকিরের মজলিস মনে হতে লাগল। বাঁ-দিকের ঝঞ্ঝাময় ও শব্দবহুল মনে হওয়া গুহা ও চূড়াগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডিত, সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় পাহাড়ের পেছনে বিশাল এক মেহমানখানা, দর্শনীয় স্থান ও অবকাশযাপন কেন্দ্র হিসেবে কল্পনায় দেখতে পেলাম। ওই ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী ও কুমিরগুলোকে পোষ-মানানো উট, ষাঁড়, ভেড়ি ও ছাগলের মতো গৃহপালিত জন্তু হিসেবে দেখতে পেলাম।

আমি বললাম,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى نُوْرِ الْاِيْمَانِ

তারপর এই আয়াতে কারিমা পাঠ করলাম-

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

কল্পনা শেষ হলো, দুটি পাহাড় হচ্ছে জীবনের শুরু ও শেষ। অর্থাৎ পার্থিব জগৎ ও কবরজগৎ। সেতু হচ্ছে জীবনের পথ। ডান দিক হচ্ছে অতীতকাল, আর বাঁ দিক হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল। টর্চ লাইটটি হলো আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মনির্ভরতা তথা অহংকার। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ও নিজ জ্ঞানে ভরসাকারী এবং আসমানি ওহির প্রতি কর্ণপাতে উদাসীন মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা। আর যেগুলোকে হিংস্র প্রাণী মনে হচ্ছিল, সেগুলো আসলে জগতের নানা ঘটনা ও অদ্ভুত সৃষ্টিজীব।

অতএব, আত্মকেন্দ্রিকতার বিশ্বাসী ও অহংকারে নিমজ্জিত ভ্রষ্টতা ও উদাসীনতার অন্ধকারে ডুবন্ত ব্যক্তির সাথে আমার অবস্থা তুলনীয়। টর্চলাইটের আলোর মতো ক্ষীণ এবং ভ্রষ্টতায় আবিষ্ট জ্ঞান দ্বারা অতীত সময়কে এক বিশাল কবরস্থানের আকারে এবং নিশ্চিহ্ন এক অন্ধকার হিসেবে দেখছে। ভবিষ্যৎকে ঝঞ্ঝাময় ও কাকতালীয় ভয়ংকর এক স্থান হিসেবে দেখাচ্ছে।

হাকিমে রাহিমের অনুগত কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও ঘটনা ও সৃষ্টিগুলোকে ক্ষতিকর প্রাণীর মতো দেখাচ্ছে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ

যা উপরিউক্ত আয়াতের তাৎপর্যকে ধারণ করে।

যদি ইলাহি হিদায়াত পায়, অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে, নফসের ফেরাউনি মানসিকতা দূর হয় এবং কুরআনের কথা শোনে, তাহলে কল্পনায় আমার দ্বিতীয় অবস্থার মতো হবে। বিশ্বজগৎ চোখের সামনেই দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আল্লাহর নুরে ভরে উঠবে। তখন বিশ্বজগৎ এই আয়াত পাঠ করে,

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তখন মনে হয় অতীতকাল বিশাল কোনো করবস্থান নয়; বরং প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন নবি কিংবা আউলিয়ার পরিচালনায় ইবাদতে মগ্ন পরিচ্ছন্ন রুহ ও আত্মা। এই আত্মাগুলো জীবনের দায়িত্ব শেষ করে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যতের দিকে প্রস্থানকে অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখে।

বাঁ-দিকে তাকালে বারজাখ ও আখিরাত সম্পর্কিত পাহাড়সম কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এর পেছনে জান্নাত নামক বাগানে নির্মিত শান্তির প্রাসাদে রহমানের মেহমানদারিকে ঈমানি নুর দ্বারা লক্ষ করা যায়। ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প ও মহামারির মতো ঘটনাগুলোকে একেকটি অনুগত কর্মচারী হিসেবে মনে করে। বসন্তের ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টির মতো ঘটনাকে বাহ্যিকভাবে রূঢ় মনে হলেও আধ্যাত্মিক দিক থেকে সেগুলোকে অনেক সূক্ষ্ম ও মনোরম প্রজ্ঞাপূর্ণ মনে হয়। এমনকি মৃত্যুকে চিরন্তন জীবনের শুরু এবং কবরকে চির শান্তির দরজা হিসেবে দেখে। অন্যান্য অবস্থাকে এভাবে তুলনা করে নাও। বাস্তবতাকে উপমার সাথে মিলিয়ে দেখো।

তৃতীয় পয়েন্ট

ঈমান হলো নুর ও শক্তি। হ্যাঁ, প্রকৃত ঈমানকে ধারণকারী ব্যক্তি বিশ্বজগৎকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এবং ঈমানের শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারে।

তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ বলে জীবন নামক জাহাজে ঘটনা-দুর্ঘটনার পাহাড়সম শ্রোতের ভেতর দিয়ে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে পরিভ্রমণ করতে পারে। সমস্ত বোঝা কাদিরে মুতলাক সত্তার কুদরতি হাতে আমানত রাখে। দুনিয়া থেকে শান্তির সাথে প্রস্থান করে কবরজগতে গিয়ে আরাম করে। অতঃপর চিরস্থায়ী শান্তিতে প্রবেশের জন্য জান্নাতের দিকে ছুটে যায়। আর মানুষ যখন আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছেড়ে দেয়, তখন দুনিয়ার বোঝা তাকে জান্নাতের দিকে নয়; বরং নিকৃষ্টতার অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যায়। ঈমান তাওহিদকে, তাওহিদ আত্মসমর্পণকে, আত্মসমর্পণ তাওয়াক্কুলকে, আর তাওয়াক্কুল উভয় জগতের সুখ ও সৌভাগ্যকে প্রয়োজনীয় করে তোলে।

কিন্তু ভুল বোঝো না। তাওয়াক্কুল অর্থ উপায়-উপকরণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা নয়; বরং সেগুলোকে কুদরতি হাতের আবরণ হিসেবে জানা ও মানা। উপায়-উপকরণকে একধরনের কর্মের দুআ মনে করা, যার ফলাফল শুধু আল্লাহ তায়ালার নিকট চাওয়া এবং শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে- এ কথা বিশ্বাস করা। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই হলো তাওয়াক্কুল বা ভরসা।

যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আর যে ভরসা করে না- এই দুই ব্যক্তির উদাহরণ হলো অনেকটা এমন :

দুজন ব্যক্তি মাথায় ও পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে বড় একটি জাহাজের টিকিট সংগ্রহ করল। একজন জাহাজে ওঠার সাথে সাথে বোঝা নিচে রেখে তার ওপর বসল। তারপর চারিদিকে স্বস্তির দৃষ্টি দিল। আরেকজন বোকা ও অহংকারী। মাথার বোঝা নিচে নামায়নি। তাকে বলা হলো- 'ভারী বোঝা নিচে রেখে আরাম করো।' সে বলল- 'না, রাখব না।

নষ্ট হয়ে যাবে। আমি শক্তিশালী। বোঝা মাথায় ও পিঠে বহন করব।' তাকে আবারও বলা হলো- 'যে জাহাজে আমরা ভ্রমণ করছি, তা অনেক নিরাপদ। এই বিশাল জাহাজ অনেক বেশি সংরক্ষক। মাথা ঘুরে বোঝাসহ সমুদ্রে পড়েও যেতে পারো। তা ছাড়া ধীরে ধীরে তুমি দুর্বলও হয়ে যাবে। তোমার এই কুঁজো পিঠ ও বুদ্ধিহীন মাথা এই বোঝা বহন করার ক্ষমতা হারাবে। এমনকি জাহাজের নাবিক যদি তোমাকে এই অবস্থায় দেখে, তাহলে তোমাকে পাগল বলে বিতাড়িত করবে। অথবা এ কথা বলতে পারে যে, "এই নির্বোধ ও বিশ্বাসঘাতক আমাদের জাহাজকে কটাক্ষ করছে এবং আমাদের সাথে মশকরা করছে। একে বন্দি করো।" এ কথা বলে বন্দি করার নির্দেশ দেবে। এতে তুমি সবার নিকট হাসির পাত্রও হবে। দুর্বলতা ফুটিয়ে তোলা তোমার গর্ব, অক্ষমতা প্রদর্শন করা তোমার অহংকার, লৌকিকতা ও অপমানের দ্বারা সবার নিকট নিজেকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করেছ। সবাই তোমাকে নিয়ে মজা করছে।' এ কথাগুলো বলার পর তার সুবুদ্ধির উদয় হলো। বোঝা নামিয়ে রেখে তার ওপর আরাম করে বসল এবং বলল, 'আল্লাহ তোমার ওপর খুশি হোক। কষ্ট থেকে, জেলে যাওয়া থেকে এবং উপহাসের পাত্র হওয়া থেকে মুক্তি পেলাম।'

অতএব, হে আল্লাহর ওপর ভরসাহীন মানুষ! তুমিও এই ব্যক্তির মতো সুবোধের পরিচয় দাও এবং ভরসা করো। যাতে বিশ্বজগতের নিকট ভিক্ষা করা থেকে, সকল ঘটনায় ভীত হওয়া থেকে, আত্মপ্রশংসা ও উপহাসের পাত্র হওয়া থেকে, আখিরাতের আজাব এবং দুনিয়ার জেলখানার কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারো।